

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৫ মার্চ, ২০২২

৪৫ বর্ষ ১১ সংখ্যা ১৪ মার্চ, ২০২২, সোমবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৪২৮

মালাকাই চ্যানেল জয়ের দোরগোড়ায় সায়নী



নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ মার্চ : সপ্তসিদ্ধি পাড় করার নেশায় জড়িয়ে পড়া কালনা শহরের মেয়ে সায়নী দাস ক্যাটলিনা, ইংলিশ, রটনেস্ট চ্যানেলগুলি ইতিমধ্যেই জয় করে ফেলেছেন।

এবারের লক্ষ্য বিশ্বের সর্বপেক্ষা দীর্ঘ চ্যানেল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কিউয়ী বা মালাকাই চ্যানেল। ইতিমধ্যেই সেখানকার অনুমোদন পেয়ে তিনি নিয়মিত প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করেছেন অনেক আগেই। আগামী এপ্রিল মাসের ৩-৫ তারিখে তিনি মালাকাই চ্যানেল অভিযানে নামবেন। সেই লক্ষ্যে মার্চ মাসের ২৮ তারিখে তিনি কালনা থেকে রওনা দেবেন। সায়নী দাসের মালাকাই চ্যানেল জয়ের স্বপ্ন ছিল ২০২০ সালেই। বিশ্বের সর্বপেক্ষ দীর্ঘ চ্যানেল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কিউয়ী তথা মালাকাই চ্যানেল পার করার কর্তৃপক্ষের অনুমতি পায় ২০২০ সালেই। সেইমতো ২৬ মাইল দীর্ঘ এই চ্যানেলে নামার কথা ছিল ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৩ থেকে ৭ তারিখে। কিন্তু নভেম্বর মাসে

—এরপর চারের পাতায়

তুহিনা মৃত্যু : এখনো অধরা অপরাধীরা



নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৩ মার্চ, বর্ধমান : ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের আত্মঘাতী তুহিনার আর একজন অভিযুক্ত ধরা পড়লো। অভিযুক্তের নাম নুরনেহার বিবি ওরফে নুনি। এই নিয়ে ১৪ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৫ জন ধরা পড়লো। তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মূল অভিযুক্ত জয়ী কাউন্সিলর বাদশা এখনও অধরা। অথচ দলের মিটিং, মিছিলে তাঁকে দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন এলাকার মানুষ।

গত ১০ মার্চ কলকাতা থেকে এ পি ডি আর প্রতিনিধি দল তুহিনার বাড়িতে দেখা করে নায়বিচার পাওয়ার জন্য আইনি সহায়তা থেকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যান। গত ১২ তারিখ কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে সংসদের বিরোধী দলের নেতা অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে তুহিনা ও আনিস খানের বিচার চেয়ে ধন্য বসেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি মাধ্যমিক

চলাকালীন আন্দোলন স্থগিত রেখেছেন বলে জানা গেছে।

অভিযোগ, বর্ধমান পুর ভোটের ফল প্রকাশের দিনেই জয়ী কাউন্সিলরের একদল লোকের নেতৃত্বে তুহিনার বাড়িতে চড়াও হয়। মানসিক, শারীরিক ও স্ত্রীলতাহানি পর্যন্ত করে। ভয়ে লজ্জায় নিজে আত্মঘাতী হন। এ নিয়ে তার দিদি কুহেলী বিবি অভিযোগ জানান, আমরা তিন বোন বাড়িতে থাকি। শাসকদলের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বাদশার তোলাবাজির বিরোধিতা করার ফল পেলাম হাতেনাতে। তিন বোনের নামে দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে, বাইরে না বেরুতে দেওয়ার হুমকি, সব দিক থেকে চাপে রাখা; জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। এখনো ইনসাফের আশায় আছি। ১৩ মার্চ একটি ফরেনসিক দল মৃত্যুর বাড়ি আসে তারা একটি ডায়েরি সংগ্রহ করে। কথা বলে মৃত্যুর দিদির

দ্ব্য



দীর্ঘ দুবছর পর অফলাইনে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে ১৬ মার্চ পর্যন্ত। পরীক্ষাকেন্দ্রের ছবি তুলেছেন আব্দুস সবুর।

২৮-২৯ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার চলছে



নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ মার্চ : শ্রমকোড বাতিল সহ শ্রমিক-কৃষক শ্রমজীবী মানুষের গুচ্ছ দাবি নিয়ে ২৮-২৯ মার্চ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন ও কনফেডারেশনগুলি। এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনগুলি। ধর্মঘটের সমর্থনে চলছে প্রচার, গণকনভেনশন। সর্বস্তরে গণসংগঠনগুলি গণকনভেনশনের মধ্য দিয়ে জনমত তৈরি করেছে। ১২ মার্চ গুসকরায় প্রয়াত জননেতা মহবুব জাহেদির খামারবাড়িতে হয়ে গেল গণকনভেনশন। কনভেনশনে প্রধান

বক্তা ছিলেন বর্ধমান জেলা কৃষকসভার সম্পাদক সমর ঘোষ ও কৃষক নেতা আলমগীর মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন রবীন টুডু। ফসলের ন্যায় দাম, সহায়ক মূল্য দাবি করা হয়, শ্রমকোড বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প বেচে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ১৩ মার্চ কালনা শহরে কনভেনশন হয় পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে। বক্তব্য রাখেন সি.আই.টি.ইউ নেতা অরুণাভ চক্রবর্তী, সুজয় সাহা, মণিপ্রভা ভাদুড়ী, শতদল ব্যানার্জী, অয়ন গোস্বামী প্রমুখ। পূর্বস্থলী স্টেশনের কাছে কমিউনিটি হল সংলগ্ন মাঠে গণকনভেনশন হয় ১৩ মার্চ।

বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা সুদীপ্ত বাগচি, দয়াল ঘোষ, বিন কাশিম সেখ প্রমুখ। ১০ মার্চ সমুদ্রগড়ে পূর্বস্থলী-১ ব্লক কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন দয়াল ঘোষ, সুব্রত ভাওয়াল, আলোয়া বেগম, শাখওয়াত হোসেন প্রমুখ। প্রস্তাব পেশ করেন সাহাদুল খান। ৮ মার্চ কালনা -১ ব্লকে গণকনভেনশন হয় অষ্টগড়িয়া হিমঘরে। প্রস্তাব পেশ করেন কুতুবুদ্দিন সেখ। বক্তব্য রাখেন বীরেন ঘোষ, অরুণাভ চক্রবর্তী, শ্যামল পাল, হালিম সেখ, রাখহরি সেন প্রমুখ। এছাড়াও শিক্ষক সংগঠন, কর্মচারী সংগঠন ও পৃথকভাবে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছে।

সিপিআই(এম) নেতাকে স্মরণ কালনায়



নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ মার্চ : সর্বপ্রথম কালনায় সিপিআই(এম) পার্টি গড়ে তোলার অন্যতম সৈনিক গোবিন্দ মল্লিককে স্মরণ করা হয়। কালনা-২ এরিয়া কমিটি এলাকার বিভিন্ন বাম গণসংগঠনগুলির উদ্যোগে ময়নাগুড়িতে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা তপন মুখার্জি, অনিল মাইতি, স্বাগত মল্লিক প্রমুখ। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন অনুপ গোস্বামী। সভা পরিচালনা করে নারায়ণ দলুই, গুরুপদ মুখার্জি ও মিতালী মুখার্জীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। পড়াশোনা শেষে তিনি কালনার সিমলন

উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি শিক্ষকতার সঙ্গে গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। কালনায় প্রথম সিপিআই(এম) পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেসব সৈনিকেরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই সৈনিকদের মধ্যে গোবিন্দ মল্লিক ছিলেন অন্যতম। ৭০ দশকের আধা ফ্যাসিস্ট সম্রাসের যুগে তিনি শিক্ষকতা ও বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। হুগলির জিরাটে গোপনে আশ্রয় নিয়ে তিনি জিরাট উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। জিরাটেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। জীবনের শেষ দিকে বার্ষিকজনিত রোগে দীর্ঘদিন ভোগার পর গত ২৬ ডিসেম্বর ৭৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এদিন গোবিন্দ মল্লিকের পুত্র স্বাগত মল্লিক সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির তহবিলে দুই হাজার টাকা দান করেন।

বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির জেলা সম্মেলন মালভাঙায়, আঞ্চলিক সম্মেলনগুলি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ১৩ মার্চ : সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলি চালাতে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনই অভিযোগ উঠে এসেছে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির গুসকরা আঞ্চলিক সম্মেলনে। ১৯৮৭ সাল থেকে সাক্ষরতা কেন্দ্র চলছে বিভিন্ন জায়গায়, বর্তমানে শাসকদলের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে সম্মেলনে প্রতিনিধিদের এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। গুসকরা সম্মেলন আজ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন বুদ্ধদেব মণ্ডল। ৯ জন আলোচনা করেন। জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করেন জ্ঞানদাস ঠাকুর। বিষ্ণুপদ সিনহাকে সভাপতি, রতন বসুকে সম্পাদক করে ২৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

ভাতার আঞ্চলিক কমিটির ষষ্ঠ সম্মেলন কুলচণ্ডা গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন জেলা সভাপতি সাইদুল হক। বক্তব্য রাখেন ইন্দ্রজিৎ হাজরা প্রমুখ। মহঃ একলাশকে সভাপতি, সুধীর ঘোষকে সম্পাদক করে ১৬ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে

—এরপর চারের পাতায়

সমবায় গচ্ছিত আমানত ফেরত পাচ্ছেন না গ্রাহকরা



নিজস্ব সংবাদদাতা, মস্তেশ্বর, ১১ মার্চ : মস্তেশ্বরের জামনা কৃষি সমবায় সমিতি এলাকার সাধারণ গ্রাহকদের গচ্ছিত অর্থ ফেরত দিতে পারছে না। প্রায় প্রতিদিনই টাকা তুলতে এসে সমবায় থেকে ফেরত যেতে হচ্ছে গ্রাহকদের। তাই গ্রাহকরা ক্ষুব্ধ হয়ে সমবায় দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর গচ্ছিত অর্থ গ্রাহকদের ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ প্রশমিত হয়। এই এলাকার এ.আর.সি.এস বিমলকৃষ্ণ মজুমদার সমবায় গ্রাহকদের অর্থ আটকে যাওয়ার কথা স্বীকার করে নেন। তিনি জানান; এলাকার গ্রাহকরা এই সমবায় থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা পাওনা আছে। বিষয়টি আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

উল্লেখ্য কয়েকদিন আগে দীর্ঘদিনের জমানো টাকা তহরুপ হওয়ায় কালনা-২ ব্লক কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ-এর আমানতকারীরা দপ্তরের সামনে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান-বিক্ষোভে বসেন। এমনকি তারা বেশ কিছুক্ষণ সড়ক অবরোধও করেন। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বাঁচাও মঞ্চের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য সমীর মুখার্জী জানান—শুধু কালনা, মস্তেশ্বর, মেমারি নয়, রাজ্যজুড়ে কৃষি সমবায়গুলির লাল-বাতি জ্বলতে শুরু করেছে। এইভাবে চলতে থাকলে কৃষকদের সাহায্য করা সমবায়গুলি একসময় উঠে যাবে। কৃষকদের আর্থিক সাহায্য করার কোন সমবায় থাকবে না।

নতুন চিঠি

১৪ মার্চ, ২০২২

কাজ এখনো অনেক বাকি!

পূঁজিবাদী দেশগুলোর সংকট থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে বিশ্বের সামনে সবচেয়ে বড় এবং মুক্ত বাজার ভারত। ভারতের বর্তমান পরিচালকেরা এরকম একটি অবস্থায় নিজেদের আখের গোছানোর ভালো ব্যবস্থা পেয়ে গিয়েছেন। ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং ত্রিপুরায় বামপন্থীদের দুর্বল করে বিজেপি-তৃণমূলের মেরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু করার পিছনে আন্তর্জাতিক পুঁজি যেমন বিগত বছরগুলি থেকে অত্যন্ত সক্রিয়, তেমনি ভারতীয় পুঁজি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। এই দুটি দলকে কে কতখানি সহযোগিতা করতে পারবে! পশ্চিমবঙ্গে গত ১১ বছর ধরে চলছে চরম দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরতন্ত্রী প্রতিক্রিয়াশীল তৃণমূলের সরকার। বিগত চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট শাসনে যা ভাবাই কল্পনাতে ছিল! অথচ এটাই বাস্তব। শ্রমিক কৃষকের অধিকার রক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার লড়াইয়ে বামপন্থীরা সমগ্র দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও তীব্র লড়াই চালাচ্ছেন। কিন্তু বামপন্থীদের ভূমিকা আড়াল করে প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতায় তৃণমূল আর বিজেপির দ্বিমেরু ধারণা তুলে ধরা হচ্ছে এখানে এবং সমগ্র দেশে। সম্ভ্রাস ও লুট সত্ত্বেও এরাজ্যের পৌর নির্বাচনে বামপন্থীদের নির্বাচনী সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে, বামপন্থীরা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক এই অপপ্রচার ভিত্তিহীন সেটাও প্রমাণিত হয়েছে। যদিও বামপন্থীদের জনবিচ্ছিন্নতার গুরুতর সমস্যা রয়েছে। উল্টোদিকে শোষিত বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের এবং তাঁদের অধিকার রক্ষার সংগ্রাম তীব্র করার লক্ষণ স্পষ্ট। উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে প্রসারিত করে, সংবাদমাধ্যমের বৃহৎ অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিপুল অর্থ শক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে পরপর দুবার ভোটে জিতেছে বিজেপি, যদিও আগেরবারের তুলনায় কম সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে পাঁচ রাজ্যের সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফলে হিন্দুত্ববাদী-কর্পোরেট শক্তি আরও উৎসাহিত হবে। তথাকথিত স্বচ্ছ ভারতকে আরও স্বচ্ছ করার তাগিদে উত্তর দিগন্তে বাঁটা-র উদয় হয়েছে। যদিও কতখানি স্বচ্ছতা দিল্লির মানুষ বলতে পারবেন। শতাব্দী প্রাচীন রাজনৈতিক দলের হাল এমন হচ্ছে কেন? নির্বাচন কী সঠিক ভাবেই হচ্ছে? নাকি অম্লের বিনিময়ে উচ্চবর্গের আধিপত্যকে নিম্নবর্গের স্বীকৃতি সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলের সারকথা? বুর্জোয়া দলগুলি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ডোল রাজনীতির প্রক্রিয়ায় সফলতা দেখছেন, শ্রেণিসংগ্রাম কী বহুস্তরিক ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে পরিণত হচ্ছে? নাকি গণতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের বিতৃষ্ণা তাদের সুযোগ সম্প্রসারিত করে দিচ্ছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা নিশ্চয় নতুন করে ভাবতে শুরু করবেন। আপাতত আধিপত্যবাদের আক্রমণ দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ নাগরিকের পক্ষে, গণতন্ত্রের পক্ষে নতুন কোন অশনিসংকেতের পূর্বাভাস কিনা আগামী দিনে তা জানা যাবে। সহযোগী দলগুলিকে সমবেত করেও বিজেপির ভোটের হার ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশের বেশি নয়, অথচ তারা কিছু ছদ্ম বিজেপি দলের সহায়তায় সরকারের চালিকা শক্তি। ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ মানুষ বিজেপিকে সমর্থন করে না; এই বাস্তবতায় শ্রমিক কৃষকের যৌথ সংগ্রাম কিভাবে শক্তিশালী করা সম্ভব তার দিকনির্দেশ করবে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে আগামী ২৮-২৯ মার্চের দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও তৃণমূল সরকারের বাধার মোকাবিলা করেই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সারা দেশের সঙ্গে সফল করার শুরু হয়েছে। কাজ এখনো অনেক বাকি!

আলুর ফলন না হওয়ায় আমাদপুর সমবায় সমিতিতে চাষিদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৭ মার্চ : আমাদপুর এলাকার বেশকিছু চাষি সমবায় সমিতিতে ডেপুটেশন দিলেন। আমাদপুর সমবায় থেকে আলুবীজ নিয়ে বিঘা প্রতি ৩৫০০০ টাকা খরচ করে চাষ করে ফলন না হওয়ায় তার ক্ষতিপূরণের দাবিতে আমাদপুর সমবায় কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেন। সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করা হয় এবং লিখিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। চাষিদের পক্ষ থেকে জানানো হয় দাবিপূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

কালনায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ মার্চ : সাম্মানিক বৃদ্ধি, শিশু খাদ্য তৈরিতে আরো অর্থ বরাদ্দ, স্মার্টফোন বাবদ কর্মীদের নগদ ৮ হাজার টাকা প্রদান, ৬৫ বছরে অবসরের পর কর্মী ও সহায়িকাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া সহ একগুচ্ছ দাবিতে এদিন স্মারকলিপি দেয় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। দল-মত নির্বিশেষে সকল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা কালনা-১ ব্লক সুসংহত শিশু সেবা প্রকল্প আধিকারিকের দপ্তরের সামনে জমায়েত হন। সেখানে দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন, জবা ব্যানার্জি, জরিনা বিবি প্রমুখ। দু'বছর পর খুলেছে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি। যথারীতি রান্না করা খাবার দেওয়া শুরু হয়ে গেছে মা ও শিশুদের। দু'বছর আগে শিশু খাদ্যের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ ছিল, সেটাই এখন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁওয়া হয়ে যাওয়ায় শিশুদের মুখে অন্ন জোগাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। তাই খাদ্যের জন্য অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি। একইভাবে দাম বেড়েছে জ্বালানিরও, তাই জ্বালানিতেও বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। অবিলম্বে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের শূন্যপদ পূরণ করার দাবি নিয়ে কালনা-১ ব্লক সুসংহত সেবা প্রকল্প আধিকারিককে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

গ্রামশি চর্চা : ‘বুদ্ধিজীবী’ প্রশ্নে

অতনু হুই

সবদেশে সবকালে বুদ্ধিজীবী ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে।

সত্যিই কি বুদ্ধিজীবীরা একটি স্বনিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীন সামাজিক গোষ্ঠী? সত্যিই কি প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠীর বিশেষজ্ঞতা সম্পন্ন নিজস্ব বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আছে? এটা ঠিক দীর্ঘ ঐতিহাসিক পরম্পরায় বুদ্ধিজীবী গঠনের প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট জটিল ও বৈচিত্র্যময়। কাজেই আজও সমস্যাটির সহজ সমাধান হয়ে ওঠেনি।

গ্রামশি এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করেছেন। লেনিন যেমন ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে—সোস্যাল ডেমোক্রেসির দুই কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন। তেমনি গ্রামশি কৌশল বা নীতি অপেক্ষা তার গভীরে গিয়ে সমাজে ক্ষমতার পরিবর্তন কীভাবে হয়, এই প্রশ্নের মৌলিক উত্তর খুঁজছেন।

এবং এই খুঁজতে গিয়ে তিনি চিহ্নিত করেছেন একাজে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো বুদ্ধিজীবীরা। এবং তা সম্ভব হয়ে ওঠে সমগ্র সমাজের উপর ‘হেজিমনি’ বা আধিপত্য তৈরির মাধ্যমে।

হেজিমনি কথাটি সম্ভবত গ্রামশি লেনিনের কাছ থেকে নিয়েছেন। কৃষক ও শ্রমিকরা বিপ্লব করবে। কিন্তু এই দুই মিত্র শ্রেণির মধ্যে নেতৃত্ব দেবে কে? সেখানে লেনিন বলছেন— ‘হেজিমনি অব দ্যা ওয়াকিং ক্লাস’।

হেজিমনি কথাটি বাংলা করলে আধিপত্য। আবার ডমিনেন্স কথাটি বাংলা করলে আধিপত্য। কিন্তু দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। হেজিমনি অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আধিপত্য মেনে নেওয়া। যেমন—বিপ্লবের প্রশ্নে কৃষকরা শ্রমিকদের আধিপত্য মেনে নেয়। কিন্তু ডমিনেন্স-এ আধিপত্য বলপূর্বক। প্রভুত্বমূলক। সেখানে স্বেচ্ছা নয়, বাধ্যতা থাকে। যেমন শাসক শ্রেণির রাষ্ট্রের সর্বত্র তার আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে।

গ্রামশি দেখালেন আর্থিক উৎপাদন কর্মকাণ্ডের মধ্যেই উদ্ভূত চালান্নের বিবিধ মাধ্যমে তা অঙ্গদ্বিভাবে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করে এবং এর মাধ্যমে এমন এক সমধর্মিতা দেখা দেয় যে কেবল আর্থিক নয়,

রাজনৈতিক, সামাজিক সর্বক্ষেত্রে তারা সচেতন ভূমিকা নিতে থাকে।

বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গ গ্রামশি বলছেন—“সব মানুষই বুদ্ধিজীবী, কিন্তু সমাজে সব মানুষ বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করে না”। তিনি এ প্রসঙ্গে দু



ধরনের বুদ্ধিজীবীর কথা উল্লেখ করেছেন :

১) ট্রাডিশনাল ইন্টেলেকচুয়াল বা পেশাগত বুদ্ধিজীবী। যেমন—পুরোহিত, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ইত্যাদি।

২) অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল বা জৈব বুদ্ধিজীবী। এরাও বুদ্ধিজীবী। তবে বুদ্ধি বিক্রির এদের পেশা না। সমাজের মানুষের মধ্যে থেকেই এই বুদ্ধিজীবীরা উঠে আসেন। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

অর্গানিক কথাটি এসেছে অর্গান থেকে। যার অর্থ—অঙ্গ। তাই এদের জন্ম সমাজেরই কোলে। যেমন নৌকার মাঝি। একদিকে সেও নৌকার যাত্রী। অন্যদিকে সে নৌকাকে চালায় (নৌকার অঙ্গ)। সব যাত্রীই মাঝিকে মেনে নেয় নৌ পারাপারের প্রশ্নে। এ মেনে নেওয়া স্বেচ্ছায়। জৈব বুদ্ধিজীবীরা তাই সমাজের ভিতর থেকে গড়ে ওঠে। এরাই প্রকৃত সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দিশা দেখাতে পারে। সেই অর্থে তাই সবাই বুদ্ধিজীবী। অবুদ্ধিজীবী

বলে কিছু হয় না।

কাজেই গ্রামশির ভাবনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়—এতাবৎ কাল পর্যন্ত লেখক, দার্শনিক, শিল্পী এবং সাংবাদিকদেরই বুদ্ধিজীবী হিসাবে গণ্য করা হতো তা আরো বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত। বর্তমানকালে, আধুনিক শিল্পোন্নত যুগে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কারিগরি শিক্ষাই বুদ্ধিজীবী উৎপত্তির ভিত্তিভূমি। অর্থাৎ প্রত্যেক সামাজিকগোষ্ঠী তার নিজের বিকাশের প্রয়োজনে এক বা একাধিক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর জন্ম দিয়ে থাকে। এবং এরা নিজস্ব গোষ্ঠীকে সংহতি, আত্মোন্নতি এবং রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক বোধের বিকাশ দান করতে থাকে।

তবে একটাই লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে কৃষককুল উৎপাদনের জগতে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও, তারা তাদের নিজস্ব ‘অন্তর্জাত’ (অর্গানিক) বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করতে পারে না। বা তারা পরম্পরাগত বুদ্ধিজীবীদের কোনো অংশকে নিজের অঙ্গীভূত করে নিতে পারে না। উল্টোদিকে পরম্পরাগত বুদ্ধিজীবীদের বড় অংশই কিন্তু কৃষকদের মধ্যে থেকেই আসে।

তাহাড়া গ্রামশি ‘ফসিল ইন্টেলেকচুয়াল’ বা স্থবির বুদ্ধিজীবী বলে আরেক ধরনের বুদ্ধিজীবীর কথাও বলেছেন। এরা প্রাচীনপন্থী এবং প্রতিক্রিয়াশীল। সমাজে নতুন কিছুকে এরা গ্রহণ করতে দেয় না। এরা পুরাতন বস্তাপচা সমাজ ও তার মূল্যবোধকে রক্ষা করে চলে।

সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ায় সমাজ ও বুদ্ধিজীবীর সম্পর্ক দ্বন্দ্বিক সূত্রে গাঁথা। জনমণ্ডলীর আত্মচেতনা গড়ে ওঠে বুদ্ধিজীবীমণ্ডলীর কাছ থেকে। এভাবে নিজেকে সচেতন সংগঠিত না করে জনমণ্ডলী তার অধিকারকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে না। তাই পরিমাণগত বা গুণগত উভয় দিকেই উল্লস্ফন গতিতে জনমণ্ডলীকে সমাজ পরিবর্তনে ধাবিত করতে পারে বুদ্ধিজীবীরাই। জনমণ্ডলীর সঙ্গে দীর্ঘ টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে এই সম্পর্ক। এর মধ্যে দিয়ে দ্বন্দ্বিক ভাবে উত্তীর্ণ হবার দায় উভয়েরই থেকে ক্ষ।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী : ১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, পরাধীন ভারতের রাজধানী কলকাতার দি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয় আলোর বিচ্ছুরণ তত্ত্ব; সাগরের জল কেন নীল তার সঠিক কারণ আবিষ্কার করেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন। এজন্য তিনি ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন, এশিয়া মহাদেশে আসে বিজ্ঞানের প্রথম নোবেল পুরস্কার। এই ঘটনাকে স্মরণে রাখতে সি.ভি রমনের জন্ম শতবর্ষ ১৯৮৭ সাল থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় বিজ্ঞান দিবস’ পালিত হয়ে আসছে। এবছর, স্বাধীনতার হীরক জয়ন্তী বর্ষে ৩৬তম জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হলো ২২ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির মাধ্যমে। পূর্ব বর্ধমানের সায়েন্স সেন্টারে ও পশ্চিম বর্ধমানের এন.আই.টি(ডি)তে প্রধান অনুষ্ঠানগুলি আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানগুলিতে বিশিষ্ট

বিজ্ঞানীদের বক্তব্য ছাড়াও অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে ১৯৯১ সালের জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত দেশের সর্ববৃহৎ জ ন ব ি জ্ঞ া ন সংগঠন পশ্চিম বঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের। এজন্য এন.আই.টি.(ডি) পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চকে স্মারক দিয়ে সম্মানিত করে। এছাড়াও বর্ধমান শহরে পথসভা, তেজগঞ্জ হাইস্কুলে হাতে কলমে বিজ্ঞান, কুলগড়িয়া গার্লস হাই মাদ্রাসায় হাতে কলমে বিজ্ঞান সহ দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমে সিভি রমনের জীবনী আলোচনা, মহড়া প্রাথমিক স্কুলে হাতে কলমে বিজ্ঞান, যাটিনন্দী হাইস্কুল, বৃন্দাবদ স্বরূপানন্দী পল্লী, গুসকরা ও

দুর্গাপুর বিধান নগরে আলোচনা সভা সংগঠিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ-র বৃন্দাবদ গলসী, বর্ধমান শহর, গুসকরা ও দুর্গাপুর বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে। কিশোর বাহিনীর উদ্যোগে দুর্গাপুরে সংগঠনের মঞ্চ হাতে কলমে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী রমনের কাজ কিশোরদের উপযোগী করে তুলে ধরেন বিজ্ঞান মঞ্চের সংগঠকরা। এবারের থিম ছিল—‘স্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য চাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুসমৃদ্ধ প্রয়োগভিত্তিক’। এই আহ্বানকে সামনে রেখেই ভেষজ আবির তৈরির কর্মশালা করা হয় ভাতার, বৃন্দাবদ গলসী ও দুর্গাপুর বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে। খড়ি নদীর তীরে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির সংগঠিত হয় ভাতার বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে। নাড়া বা পোয়াল থেকে জৈব সার তৈরির কর্মশালা করা হয় মেমারি-১ বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে।



ভেষজ আবির তৈরির কর্মশালা দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১২ মার্চ : স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এবং আসন্ন ১৮-১৯ মার্চ ২০২২ বসন্ত উৎসবে দৃশ্যমুগ্ধ ভাবে সবার রঙে রঙ মেশাতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞান কেন্দ্র দুর্গাপুর-এর বেনাচিতি খান্ডাভাগ গোপালমাঠ বিজ্ঞান চক্রে উদ্যোগে আজ ১২ মার্চ সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত

হল ভেষজ আবির তৈরির কর্মশালা। কর্মশালা সমাপ্তির পর একই মঞ্চে বৈকাল ৫টায় বেনাচিতি খান্ডাভাগ গোপালমাঠ বিজ্ঞান চক্রে উদ্যোগে প্রথম ত্রিবার্ষিক সাধারণ সভা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল। ঘোষিত হল নতুন কার্যকরী কমিটির তালিকা।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

শিক্ষার ভার-এ

নয়ন কোনার

কী—এ প্রশ্নের উত্তর সবার ক্ষেত্রেই এক, তাই এটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন। পাঁচটি লাল ফুলের নাম বল—এ প্রশ্নের উত্তর ব্যক্তিভেদে বদলে যেতে পারে, তাই এটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন নয়।

বোধ—তথ্য যখন শিক্ষার্থীর ধারণায় আত্মীকৃত হয় তখন তৈরি হয় বোধ। পাঁচটি লাল ফুলের নাম বলতে পারা জ্ঞানমূলক থেকে বোধমূলক স্তরে উত্তরণের সূচক।

প্রয়োগ—এই দশায় বোধকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষমতা শিক্ষার্থীর আয়ত্তাধীন হয়। সাধারণ যোগ বিয়োগ ছেড়ে সে তখন অ সংখ্যক আম আ সংখ্যক বন্ধুদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে।

বিশ্লেষণ—একটি বিষয়কে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভেঙে ভেঙে সে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। ফুল থেকে সে বৃতি, দলমণ্ডল, পুংকেশরচক্র, গর্ভকেশরচক্র পৃথক করতে পারে।

সংশ্লেষ—টুকরো টুকরো তথ্য জুড়ে সমন্বয়ী পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করতে পারে।

সে সংবহনতন্ত্র পড়েছে। মাছ, টিকটিকি, ব্যাঙ ও মানুষের হৃৎপিণ্ডের গঠন জানে। এখন বিবর্তনবাদ পড়ছে। সেখানে রক্ত সংবহনের কথা নেই। কিন্তু আগে-পড়া হৃৎপিণ্ডের আকারের কথা ভেবে সেখানে সে বিবর্তনের চিহ্ন দেখতে পায়।

এবং মূল্যায়ন—এটি প্রজ্ঞামূলক স্তরের সর্বোচ্চ পর্যায়। একটি বিষয়কে সার্বিকভাবে দেখার ও ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তৈরি হয়। যাকে আমরা বলি বিটুইন দ্য লাইনস পড়া, এমনকি বিয়ন্ড দ্য লাইনস পড়া—সেটিও এই পর্যায়ের দান।

শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল শিক্ষার্থীকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে—হয়ত বা ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাবেই—শেষের তিনটি স্তরের প্রতি নজর দেওয়া হয় না। একমাত্র প্রথম স্তরটি মুখস্থ করা সম্ভব, বাকিগুলো মুখস্থের জায়গাই নয়। কিন্তু খাতায় লেখা উত্তরগুলো নির্বিকার, তাদের দেখে মুখস্থ-করা-উত্তর বলে নম্বর কমানো যায় না। তাই একই প্যাটার্নে বছরের পর বছর প্রশ্নপত্র তৈরি হয়, ‘কমন’ আসে, ছাত্রছাত্রীরা মুখস্থ করা উত্তর উগরে দিয়ে ‘সাক্ষ্য’ লাভ করে। টুকে লেখার চেয়ে এমন কিছু ফারাক এতে নেই। মার্কসমোক্ষ লাভের জন্য মুখস্থসাধনা চলতেই থাকে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কমনই যদি পাওয়া যায় তাহলে কম মুখস্থ করলে চলবে না কেন।

এই কারণেই আগের এত কথা বলা। আমরা সহজে মার্কস পাওয়ার আশায় প্রজ্ঞামূলক শিক্ষার স্তরগুলো উত্তরণে অবহেলা করেছি, কাগজে কলমে যা-ই হোক কার্যক্ষেত্রে প্রথম তিনটি স্তরে শিক্ষার্থীদের আটকে রেখেছি এবং সাতটা বইয়ের পরিবর্তে একুশটি বইওয়ালা স্কুলে সন্তানদের পাঠিয়েছি।

দেখা যায়, শিশুদের অতিরিক্ত তথ্য মুখস্থ করাকেই আমরা শিক্ষালাভ ভেবে নিই। এতে তারা এক একজন উদ্ভাবনীশক্তিবহীন তথ্যভাণ্ডার হয়ে বড় হচ্ছে। প্রোজেক্ট বানাতে বলা হয় বটে। সে কাজটিও নিখুঁতভাবে জমা দেবার জন্য অভিভাবকরা বা গৃহশিক্ষকরা নিজেরাই করে দেন।

এবার একটা অন্য প্রশ্ন। আমাদের শিক্ষা মোটামুটিভাবে ১০+২+৩+২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সামান্য ইতরবিশেষ হলো দুনিয়া জুড়ে একটা

অভিভাবক-অভিভাবিকারাও হাঁসফাঁস। পুনরায় লিঙ্গসাম্য, অতএব গার্জেন বলা যাক।

বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোয় বাচ্চারা কাঁধে গন্ধমানন নিয়ে ন্যূজ হয়ে হাঁটতে হাঁটতে যায়। কষ্টে গার্জেনদের বুক ফাটে। সমান্তরালভাবে গর্বে সেই ফটা বুকই ফুলে ওঠে। এঁদের মনের কথাও যথারীতি রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন,

পরাণে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা

দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।

এঁরা সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের দেখে অনুকম্পাভরা আফশোসের সঙ্গে নিজের সন্তানের গুরুভার ব্যাগটির তুলনা করে কষ্ট পান। কিন্তু কদাচ নিজের বাচ্চাটিকে সরকারি স্কুলে ভর্তি করার কথা ভাবেন না।

একটা অবস্থা কল্পনা করা যাক। একজন গার্জেন তাঁর সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করতে চান। তাঁর আর্থিক সামর্থ্য মোটামুটি। বেসরকারি স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করলে টেনে দিতে পারবেন। তিনি কোথায় ভর্তি করেন। সমীক্ষার দরকার নেই। অন্ধ না হলে বলে দেওয়া যায় বেসরকারি স্কুলেই করবেন।

ধরা যাক, পাশাপাশি দুটো বেসরকারি স্কুল। একটিতে পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা সাত, অন্যটিতে একুশ। এখন তিনি কোথায় তাঁর সন্তানকে ভর্তি করবেন? চোখ বুজে একুশ-বই-ওয়ালা স্কুলে। বেশি বই মানে বেশি লেখাপড়া।

স্কুল কর্তৃপক্ষ ব্যবসা করতেই এসেছে, তাদের লক্ষ্য মুনাফা। ক্রেতার মন বুঝতেই হবে। ক্রেতা চান বেশি বই। কর্তৃপক্ষ নিমক্ষিক পাঠ্যক্রম বানায়। এতে দ্বিমুখী লাভ। প্রথমত গার্জেনরা পার্স উপড় করতে ছুটে আসে, দ্বিতীয়ত বই-ব্যবসায়ীরা লাখ লাখ টাকা অনুদানের বিনিময়ে নির্দিষ্ট দোকান থেকে নির্দিষ্ট স্কুলের বই কেনার চুক্তি সম্পন্ন করে।

গার্জেনরা যদি সাত-বই-ওয়ালা স্কুলে ভিড় জমাতেন ছবিটা উল্টো হত।

এখন আমাদের মনে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগতে পারে, বেশি-বই-ওয়ালা ছেড়ে কম বই-ওয়ালা স্কুলে সন্তানদের পাঠানো হবে কেন? বেশি বই মানেই তো বেশি পড়াশোনার সুযোগ। তাই কি?

এখানে একটু গভীরে ভাবতে হবে। শিক্ষা আসলে কী? অনেক শিক্ষাবিদ অনেক সংজ্ঞা দিয়েছেন, মোটের ওপর শিক্ষা হল এমন কিছু ইনপুট যা আমাদের সমৃদ্ধ ও বেঁচে থাকার জন্য যোগ্য করে তোলে।

সাধারণত তিনটি ক্ষেত্রে শিক্ষা আমাদের আবশ্যক -

কগনিটিভ (প্রজ্ঞামূলক), স্কুল-কলেজের শিক্ষা অ্যাফেকটিভ (অনুভূতিমূলক)—পরিবার, সমাজ ও জীবন থেকে পাওয়া শিক্ষা

এবং সাইকোমোটর—(মনশ্চালক) - শারীরিক সক্রিয়তা প্রয়োজন এমন শিক্ষা। যে কোন পারফরম্যান্স।

প্রথমটি আমাদের আলোচ্য। প্রজ্ঞামূলক শিক্ষার কয়েকটি স্তর আছে। পূর্ববর্তী স্তর আয়ত্ত না করে পরবর্তী স্তর অনুভবগম্য করা যায় না। স্তরগুলো সকলেই জানেন। সংক্ষেপে বলছি, বিশদে আলোচনা করছি না।

জ্ঞান—জ্ঞান বলতে এখানে গভীর প্রজ্ঞা বোঝানো হয় না, কেবল নির্দিষ্ট কিছু তথ্য জানার কথা বলা হয়। যেমন, আমাদের দেশের নাম ভারত, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম মাউন্ট এভারেস্ট প্রভৃতি। মনে রাখতে হবে, এই জানা নিতান্তই অবজেক্টিভ। এর উত্তর ব্যক্তি নিরপেক্ষ। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম

সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা নিয়ে তরজা আজকের নয়। ছোটবেলা থেকেই দেখছি। দুটো সিস্টেমেই গলদ আছে। কোথায় কী ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটে সেসব সরিয়ে মোটের ওপর খালি চোখে যা দেখা যায় তা নিয়েই আমাদের আলোচনা। লিঙ্গসাম্যের দাবিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী বারবার না বলে পরিবর্তে টিচার এবং শিক্ষার্থী বলব।

সরকারি ব্যবস্থায়, প্রায় সমস্ত সরকারি বিভাগে, প্রধান সমস্যা ফাঁকিবাজি। শিক্ষা তার ব্যতিক্রম হবে এমন আশা বাতুলতা। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ দেখে বোঝা যায়, এরা শিক্ষা কী তা আদৌ জানে না।

সরকারি ব্যবস্থায় উপভোক্তাকে নতমুখে নিজের প্রাপ্য চাইতে হয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধান উপভোক্তা শিক্ষার্থীরা। তারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ‘ভয়’ পায়। একটা সময় ছিল যখন ভয় পাওয়ার মাত্রা অনুসারে শিক্ষক-শিক্ষিকার মান নির্ণীত হত—যিনি যত ভয়ঙ্কর, তিনি নাকি তত ভালো টিচার। আজও স্টাফরুমের বাতাস অনেকের বেদনার নিঃশ্বাসে ভারি হয়—ছড়ি কেড়ে নেওয়াতেই নাকি শিক্ষা রসাতলে গেল।

টিচারদের মাথায় আছেন এসআই, ডিআই। তাঁদের অফিসে গিয়ে টিচাররা নতমুখে থাকেন। স্কুলের কাজেই হোক, বা টিচারদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এসব অফিসে একই আচরণে টিচাররা অভ্যস্ত। ব্যক্তিগত সমস্যা মেটাতে অবশ্য উৎকোচের ভূমিকাও কম নয়। এটাই ডিআই অফিস থেকে বিকাশ ভবন, বিদ্যাসাগর ভবন ও ডিরোজিও ভবনে গভীর ও ব্যাপ্ত দশায় বিরাজ করছে। যিনি যে পরিষেবা প্রদানের জন্য মাইনে পান তিনি তাতে ফাঁকি দেন। সুযোগ থাকলে দুর্নীতিতে জড়ান। প্রাপ্য দাবি করলে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে উপভোক্তাকে হেনস্থা করেন।

কর্পোরাল পানিশমেন্ট নিয়ে গত দেড় দশক ধরে সরকারের কড়া অবস্থান এবং অজস্র কর্মশালার মাধ্যমে নিবিড় প্রচারের ফলে শারীরিক নিগ্রহ প্রায় বন্ধ হয়েছে। এটা শুভ লক্ষণ। তবে বাকি তিনটি রোগ—ফাঁকিবাজি, ঔদ্ধত্য ও দুর্নীতি বহাল তবিয়াতে।

চল্লিশ মিনিটের ক্লাসে এক একজন টিচারের গড় উপস্থিতিকাল থেকে শুরু করে পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার প্রভৃতি সব কিছুতেই এই ফাঁকিবাজির চিহ্ন প্রকট।

দায় কার? নির্দিধায় সরকারের। মূল্যবোধ জাতীয় হেঁদো কথা বলে লাভ নেই। সরকার যেকোনো যেকোনো কড়া মনোভাব দেখিয়েছে টিচাররা সুড়সুড় করে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

সরকারের দায় বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির কারবারিরা উল্লসিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু আমাদের রাজ্যে দেখেছি কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূল জমানায় এই ফাঁকিবাজির তেমন রকমফের নেই। বিজেপি যেসব রাজ্যে আছে সেখানেও অবস্থা তথৈবচ। বাকি দলগুলোর কথা থাক, তারা এ রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও নিরূপণ করবে এমন সম্ভাবনা অনতিদূর ভবিষ্যতে নেই। তবে দিল্লির আম আদমি পার্টির সরকার বেসরকারি স্কুল ছেড়ে সরকারি স্কুলে শিক্ষার্থী টানার যে উল্টো স্রোত দেখিয়েছে তার প্রশংসা করাতেই হয়।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওটা সর্বার্থে ব্যতিক্রমী ঘটনা। সরকারি স্কুলে লেখাপড়া হয় না।

বেসরকারি স্কুলে?

এ প্রশ্ন নাকি তোলাও পাপ! ওখানে কেবল পড়াশোনা আর পড়াশোনা। লেখাপড়ার চাপে শিক্ষার্থীরা তো বটেই

প্যাটার্ন অনুসরণ করা হয়। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত থাকে দুটি ভাষা (কোথাও তিনটি), ইতিহাস, ভূগোল, জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান এবং অঙ্ক। উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্পেশলাইজেশন স্তর

আমাদের সাধারণ জ্ঞান কী বলে? এই সাতটিতেই সমান পারদর্শী হওয়া পৃথিবীর কারোর পক্ষে সম্ভব?

কখনই না। যে কোন শিশুর একটি প্রিয় বিষয় থাকে। একটি অপ্রিয় বিষয় থাকে। বাকিগুলো পছন্দের ও দক্ষতার তারতম্য অনুযায়ী মাঝামাঝি জায়গায় থাকে।

যেটি প্রিয় বিষয়, নিজের তাগিদেই শিক্ষার্থী বেশি সময় ব্যয় করতে ইচ্ছুক। যেটি তার অনিচ্ছা ও দুর্বলতার বিষয় সেটিতে উল্লতির জন্য বাড়তি সময় দেওয়া প্রয়োজন।

বাকিগুলো একটু কম সময় দিলেও চলে।

বেসরকারি স্কুলের সবচেয়ে ভয়াবহ জায়গা এখানেই। এত ভয়ানক পড়াশোনার চাপ প্রতিটি বইয়ের জন্য সেখানে ঘড়ি-ধরা সময় দিতে শিশু বাধ্য।

এক একটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে তিন-চারটে বই। বিপুল সিলেবাস। অভিভাবকরাও তাই চান। পারলে প্রাইমারি লেভেলেই ক্যালকুলাস, মেকানিক্স, টাইট্রেশন শেখাতে চান তাঁরা। শিক্ষার্থী কতটা হজম করল সেটা তুচ্ছ, কতটা গিলতে পারল সেটাই মুখ্য।

‘তোতাকাহিনী’ মনে পড়ে যাচ্ছে না?

“আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই, চাঁৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।”

বেসরকারি স্কুলগুলোয় ঠিক এটাই হয়। কচি কচি ছেলেমেয়েরা জামা-জুতোটাই পরে হলুদ বাসে চড়ে স্কুল যায়, কথায় কথায় গুড মর্নিং ব্যাড মর্নিং বলে, বাংলা বলতে ওদের জিভ

হেঁচট খায়। আমরা ঔপনিবেশিক মৌতাতে বৃন্দ হয়ে গর্ববোধ করি।

যেভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চলছে তাতে বেসরকারিকরণ সর্বব্যাপী হবে। নয়ের দশকে যে কোন ছোট শহরে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা ছিল হাতে-গোনা। আজ শহর উপচে সেগুলো গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ছে।

শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব এদের কোনদিনই হবে না। সরকারি স্কুলের তুলনায় অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ এমনকি এক চতুর্থাংশ মাইনে দিয়ে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের নিয়োগ করা হয়। এসএসসি দীর্ঘদিন পঙ্গু। তদুপরি, সরকারি ব্যবস্থার সর্বস্তরীয় ফাঁকিবাজি অভিভাবকদের বাধ্য করছে এসব জায়গায় সন্তানদের ভর্তি করতে।

একবার শিক্ষার রাশ পুরোপুরি এদের হাতে চলে গেলে জনশিক্ষার সর্বনাশ পরিপূর্ণ হবে। পূর্ব বর্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চলে একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার্থীদের আই কার্ডের জন্য নেওয়া হয় পাঁচশ টাকা, দশ কিলোমিটারের কম দূরত্বের জন্য বাসভাড়া নেওয়া হয় মাসে আটশ টাকা। এমনকি কোভিড পরিস্থিতিতে স্কুল বন্ধ থাকা সত্ত্বেও চারশ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। তাহলে বর্ধমানের মত শহরে সেই খরচ কেমন হতে পারে সহজেই অনুমেয়। বড় ও শিল্পোন্নত শহরে আরও বেশি।

সরকারি ব্যবস্থার সমান্তরালে চলেই যদি এরা এতটা বেপরোয়া হতে পারে তাহলে পুরো শিক্ষাব্যবস্থা নিজেদের কন্ডায় আনতে পারলে এরা কতটা নির্মমভাবে মুনাফাখোর হয়ে উঠবে ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। শিক্ষার্থীর স্কুলব্যাগ আরও ভারি হবে, অভিভাবকদের মানিব্যাগ আরও হালকা হবে, কিন্তু কাজের কাজ অর্থাৎ শিক্ষালাভ আদৌ হবে না।

ইতিমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। অবিলম্বে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করা দরকার। রাজনৈতিক ইগো দূরে সরিয়ে রেখে দিল্লি মডেল দিয়ে শুরু করা হোক। চলতে চলতে স্বকীয় মডেল তৈরি করে নেওয়া সম্ভব হবে।

কালনায় লোক আদালত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ মার্চ : চলতি বছরের প্রথম কালনা লোক-আদালত বসলো। এদিন দুটি বেঞ্চে মোট ৯৮৬ টি মামলার বিচার হওয়ার কথা থাকলেও নিষ্পত্তি হয় ১৭৭টি মামলার। নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলির অধিকাংশই ছিল ব্যাংকের ঋণ সংক্রান্ত। কালনা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক সুধীর কুমার এবং এ সি জে এম আদালতের বিচারক ইন্দ্রনীল হালদারের এজলাসে এই মামলাগুলি হয়। বিচারপতি ইন্দ্রনীল হালদারের সহকারী হিসেবে এদিন উপস্থিত ছিলেন কালনা বার অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য আইনজীবী পার্থসারথি কর। মীমাংসা হওয়া মামলাগুলোতে ৪৪



লক্ষ ১৮ হাজার টাকা সেটেলমেন্ট হয়। নগদ আদায় হয় ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ২০০ টাকা। কালনা বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বলা হয়-- করোনা আবহে আদালতের কাজ স্বাভাবিকভাবে চলেনি। ফলে আদালতে মামলার পাহাড় জমাছে। তাই লোক আদালতের সংখ্যা ও বেঞ্চ বৃদ্ধি একান্ত জরুরি। তা না হলে এই মামলার পাহাড় কমানো যাবে না।

মেমারিতে মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১০ মার্চ : সচরাচর বাড়িটি থেকে কেউ বাইরে বের হতেন না। জানালা দরজা প্রায় সময়ই বন্ধ থাকতো। দুই বোন ও বৃদ্ধ বাবা থাকতেন বাড়িটিতে। সেই বাড়ি থেকেই হঠাৎ দুর্গন্ধ অনুভব করেন এলাকাবাসীরা। পুলিশের অনুমতি নিয়েই বাড়ির দরজার তালা ভেঙে ঘরে ঢুকতেই হতবাক স্থানীয়রা। ঘর থেকেই বের হচ্ছে পচা গন্ধ। মারা গিয়েছেন বসবাসকারী মহিলা। অবশেষে পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। দুই

বোনই মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল, বাবা ১০০ বছরের উপর বয়স, কানে বদ্ধ কালা। মেমারি থানার পুলিশ এসে পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনাস্থল পূর্ব বর্ধমানের মেমারি পৌরসভার কৃষ্ণবাজার কলেজ মোড় এলাকা। মৃত্যুর নাম শ্রুতিকণা কোলে (৫৩)। কীভাবে মারা গেল তা নিয়ে ধোঁয়াশায় সকলেই। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলন বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হবে ৭-৮ মে। এই উপলক্ষ্যে আজ বর্ধমান কর্মচারী ভবনে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হলো। এই সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নীলকমল সাহা, অধ্যাপক গৌতম সরকার, প্রণব আইচ, মুগাল দাস, করালী চ্যাটার্জী, মুন্সী মোশারফ হোসেন, অনিবার্ণ রায়চৌধুরী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকান্ত মুখার্জী। বক্তারা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারের নীতিই সাধারণ কর্মচারী বিরোধী। এর বিরুদ্ধেই আগামী ২৮-২৯ মার্চ দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে কর্মচারীদের অংশ নিতে আহ্বান জানানো হয়। এদিন সভা থেকে ২৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা দেওয়ার দাবি করা



হয়েছে। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক নীহার রক্ষিত, সম্পাদক মুন্সী মোশারফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ কালু রায়।

কালনায় নকল জমির দলিল নিয়ে ধৃত-২

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ মার্চ : ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে নকল দলিল নিয়ে মিউটেশন করতে এসে ধরা পড়লো দুই ব্যক্তি। ধৃত তুষারকান্তি সরদার ও পিন্টু খাঁর বাড়ি কালনা থানার বেগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পশ্চিম সাহাপুর গ্রামে। এদিন তারা চারটি জমির নকল দলিল নিয়ে কালনা-১ ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে মিউটেশন করতে আসে। এই

দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সন্দেহ হওয়ায় বিষয়টি তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান। দলিলগুলি যে জাল তা নিশ্চিত হয়ে ওই দুই ব্যক্তিকে আটকে দেয় এই দপ্তর। অভিযুক্ত তুষার কান্তি সরদার, জাল দলিলের কথা স্বীকার করে নেয়। সে বলে মেমারি থানার সাতগাছিয়ার এক ব্যক্তির কাছে থেকে পয়সার বিনিময়ে এই জাল দলিল সংগ্রহ করেছে।

খেতমজুর আন্দোলনের নেতা প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ মার্চ : খেতমজুর আন্দোলনের নেতা দুর্গাই সিং (৫০)-এর জীবনাবসান হয়েছে। দীর্ঘ রোগভোগের পর ১০ মার্চ দুপুরে বড়ধামাস গ্রামের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির বড়ধামাস-৩ শাখার এই পার্টি সদস্যের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তার বাড়িতে আসেন সিপিআই(এম) নেতা, কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীরা। লাল পতাকা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সনাতন চুড়ু, অরুণ চ্যাটার্জী, গুরুপদ ব্যানার্জী, হরিপদ সোরেন, মিতালী মুখার্জী প্রমুখ। কালনা



শ্রাশানঘাটে শেষকৃত্য সমাধা হয়। তাঁর স্ত্রী এক কন্যা ও পুত্র বর্তমান।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী দিবস পালিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী : আজ থেকে ৪২২ বছর আগে ১৬০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওদার্নো ব্রনোকো চার্চের নির্দেশে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। তিনি বিজ্ঞানী কোপারনিকাসের পর্যবেক্ষণকে পরীক্ষা করে স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে সূর্য স্থির, পৃথিবী তার চারদিকে ঘুরছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষে দিনটি চিহ্নিত করা হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী দিবস হিসেবে এবং ব্রনোকোর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মানুষের কাছে, বিশেষতঃ পড়ুয়াদের কাছে বৈজ্ঞানিক সত্য তুলে ধরার পাশাপাশি এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলার ইছলাবাদ গার্লস হাই স্কুলে এ-বিষয়ে স্লাইড সহযোগে আলোকপাত করেন জয়দেব নায়ক, বৃন্দাবন স্বরূপানন্দ পল্লীর সভায় বলেন রামপ্রণয় গাঙ্গুলী ও আশিস চক্রবর্তী, মহড়া প্রাথমিক স্কুলে বলেন তপন রায়। পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর ও ইস্পাত বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষে বেনাচিতি, বিধাননগর ও টাউনশিপেও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, যথাক্রমে কে এফ আর সিদ্দিকী, শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কিরণ চ্যাটার্জী, সঞ্জল বসু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

রত্না রশীদ

আমার কাজের দিদি, আমার অম্নদাত্রীও বটে, রোজ আমাকে তন্মিষ্ট হয়ে বাজারি রাজনীতির পাঠদান করে। আমি বহুদিন মাস্টারি করে এক এক করে যা জেনেছি, এখন দেখছি তা সব একপেশে। ভোটের পরদিন আমার কাজের দিদি (বয়স্ক হলেও তরুণীর মতো হাবভাব) উড্ডস্ত প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে এসে জানালো—

—আর ভয় নাই, সুলেমান জিতি গেলো।

—সে কি গো, এখন তো রেজাল্ট বেরোবার অনেক দেরি।

—ও যে গুণতি পারে গুণক গো, সুলেমানকে রাজা হওয়া কেউ আটকাতে পারবেনি।

—রাজা? এ তো মিউনিসিপ্যালিটির ট্রস্ট

—হলিই বা, —এই ওমুক রাস্তা থেকে তমুক গলির মুখ অন্ধি, তাবদে ওমুক দিঘির পাড় থেকে উ-উ পাশে তমুক রাস্তা, তারও অনেক অনেক বেশি এরিয়া জুড়ি সুলেমানেরই তো রাজত্ব।

—তো সুলেমান জিতলে তোমার কী লাভ?

—অনেক—অনেক। ও আমাকে খাসের জমি দিয়েছে পাকা বাড়ি করতে, আমার ছেলেকে মিনিসিপ্যালিটির চাকরি

জয়ের দোরগোড়ায় সায়নী

—প্রথম পাতার পর

পুরীর সমুদ্রে প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগেই করোনা আবহে বন্ধ হয়ে যায় সায়নী দাসের মালাকাই চ্যানেল অভিযান। সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া অভিযানের আবার সুযোগ এসেছে সায়নী দাসের সামনে। এই অভিযান আর ব্যর্থ হবে না বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। সায়নী দাস একটি পরিসংখ্যান দিয়ে জানান—ওই চ্যানেলে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রথম মহিলা হিসাবে তিনিই প্রথম নামবেন। তার আগে ভারতের মহারাষ্ট্রের দুই সাঁতারু রোহান মোড়ে এবং প্রভাত কোলি এই চ্যানেল পার করেছেন। আর সারা বিশ্বে বহু সাঁতারু এই চ্যানেলে নেমে সফল হয়েছেন মাত্র ৬৮ জন। সায়নী জানিয়েছেন কিউয়ী চ্যানেল পার করা কঠিন হলেও আমি সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি। ইংলিশ চ্যানেলের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মালাকাই চ্যানেলও সহজেই অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন বলে সায়নী সায়নী দাস আশাবাদী।

আঞ্চলিক সম্মেলনগুলি চলছে

—প্রথম পাতার পর

সংগঠনের জেলা সম্মেলন ২ এপ্রিল মন্তব্যের মালভাসায় অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনকে সফল করতে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে ১১ মার্চ। দেবনারায়ণ মণ্ডল সভাপতি, স্বপন পাত্র সম্পাদক এবং গুরুপদ ঘোষকে কোষাধ্যক্ষ করে ৪০ জনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সাইদুল হক।

প্রান্তজন—আত্মজন (৪৫)

করে দিয়েছে, সারা সারা বছর কতো যে দানের জিনিস দেয়—এই ধরো বছরে ছটা কাপড়, ডেগ, বালতি, খানা (ভোজ) তো গুণতি নাই। মমতা যা-ই পাঠাবে বদমানে, আগে ঢুকবে আমার ঘর। সবাই যদি কোনো জিনিস একটা করে পায়, এই কাপড়ের কথাই ধরো, তো আমি সবার সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে একটা পাই তো ঘরে বসে আরো তিনটে। ঈদে-বকরিতে তো বটেই, আমাকে পুজোতেও কাপড়, চিনি এইসব পাটি থেকে দেয়। ছাতা, টুপি, ব্যাগ সব পাটি থেকে দেয়তো।

আমি ঠোটে সেলাই কান খোলা দর্শক, কারণ চোখের সামনে দাঁড়িয়েই ও আঙুল নাড়িয়ে নাড়িয়ে বক্তিম দিচ্ছে। ...এই যে দ্যাখো, যবে থেকে ভোটের কথা উঠেছে, ও আমাদিকে মিটিংয়ে ডেকে আজ বড়ো বড়ো প্যাটিস-রসগুলা, তো কাল বড়ো প্যাকেট বিরিয়ানি, পরশু পাত পেড়ে মাংসভাত, আর কতো বলবো— রোজ রোজ ফিষ্টি রোজ রোজ খানা (ভোজ)। ওখানে বসে খাই, আবার বাড়তি হলে ঘরে পাঠিয়ে দেয়। ভোটের আগের দিন থেকে আমার ঘরের হাঁড়ি-বারণ নেমস্তম্ভ। তিন-চার দিন আমার ঘরে চুলো জ্বলতে হয়নি। রোজ ফিষ্টি। এমন সুযোগ কেউ দেবে?

—এগুলো সুযোগ নয় গো...

—থামুন তো। সুযোগ নয় তো কি?

যাতে আমার লাভ হবে, সেটা সুযোগ নয়?

আগে তো মুখে রক্ত তুলে ছিপিয়েম করতাম। ভোটের পর সব নিজেরা দরজা বন্ধ করে খানাপিনা করতো, কোনোদিন আমাদের খেতে বা কাপড় নিতে ডাকতো না। হ্যাঁ, ডাকতো বটে শুধু রোজ রোজ মিছিল করার জন্য। বিছোনা থেকে টেনে তুলে নিয়ে যেতো। একটিবার যদি না যেতে পারতাম, রাস্তাঘাট যেখানে পেতো ধরে শাসাতো। আর পেত্যেক দিন চাঁদা। আজ ওমুক, কাল তুষুক—খালি মাসে পঞ্চাশবার মাথামুণ্ডুর চাঁদা। মিছিলে সাত মাইল রোদ মাথায় হাঁটিয়ে শেষে দুটি বিস্কুট আর লাল চা। আর মহিলা সমিতির কি শাসানি, কি ডাঁট গো, মনে হতো যেন ওদের বাপের তালুকে বাস করছি। কেরাসিনের সিলিপ আনতে যেতাম, কি ধমক ধামক আর হতছেদা করতো গো...

উপায়ান্তর না পেয়ে থামালাম অম্নদাত্রীকে....

—তুমি বাপু আমার খাবার দাবারের ব্যবস্থা করো এবার, সব শক্তি তো চিৎকার করছি ফুরিয়ে ফেললে।

—না, চিৎকার করতে হবে। চিৎকার চোঁচামেচি মার দাঙ্গা না করতে পারলে আমরা টিকতে পারবো না। গলার জোর আর গায়ের জোর। জোর যার মূলুক তার। আমাদের পার্টি থেকে বলে দিয়েছে। ...হ্যাঁ, আপনার খাবার আমি করে দিচ্ছি, ঠিক সময় মতো পাবেন।

(চলবে)

বিজ্ঞানমঞ্চের জনপ্রিয় কর্মসূচিগুলি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৫ই মার্চ : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, বৃন্দাবন-গলসী বিজ্ঞান কেন্দ্রের অধীন গলসী বিজ্ঞান চক্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনের মাধ্যমে ‘খানো আইনস্টাইন বিজ্ঞান সভা’ গঠিত হয়েছে। খানো দত্ত পাড়ায় ‘রবীন্দ্র শিশু শিক্ষা নিকেতনে’ অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তপন রায়। উপস্থিত সকলেই হাত তুলে তা সমর্থন করেন। অধিকাংশরাই মহিলা ছিলেন। সব মিলিয়ে প্রায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু করেন বিজ্ঞান কেন্দ্রের সভাপতি আশীষ চক্রবর্তী। সভায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল ‘হাতে কলমে ভেজাজ আবার তৈরির কর্মশালা’। কর্মশালা পরিচালনা করেন রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য তর্জিনা বেগম, সহায়তা করেছেন জেলা কমিটির সহ-সম্পাদিকা চম্পা সোম ও বিজ্ঞান কেন্দ্রের সদস্য মানস পাঠক। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান সভা গঠন ও প্রাকৃতিক উপায়ে ভেজাজ আবার তৈরির গুরুত্ব, সভাপতি আশীষ চক্রবর্তী।

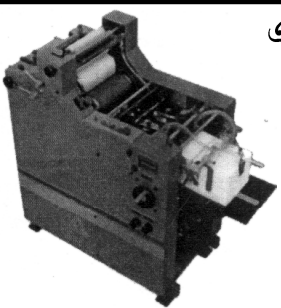
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সর্বাধিক আক্রান্ত কৃষি ও কৃষককে বাঁচাতে বিজ্ঞান সভার ভূমিকা এবং যেকোনও প্রকার যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির বার্তা, বিশেষকরে ধর্মাত্মতা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। বক্তব্য রাখেন তর্জিনা বেগম, দেবদুলাল রায় ও তপন রায়, গোপাল ঘোষ, শেখ জিকরিয়া প্রমুখ।

এছাড়াও বিজ্ঞান মঞ্চের এই ধরনের কর্মসূচির প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন এলাকার প্রবীণ শিক্ষক আনন্দগোপাল দাশ। ১১ জনকে নিয়ে নতুন বিজ্ঞান সভা সর্বসম্মতিক্রমে গঠন করা হল। এই বিজ্ঞান সভা আসন্ন দোল উৎসবের আগে পরীক্ষামূলকভাবে ভেজাজ আবার তৈরির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী দিনে বিজ্ঞান কেন্দ্রের এলাকায় আরও কিছু নতুন বিজ্ঞান সভা গঠন করে নতুন নতুন বিজ্ঞান কর্মী তৈরির আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন বিজ্ঞান কেন্দ্রের সভাপতি আশীষ চক্রবর্তী।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

—কর্মাদ্যক্ষ, নতুন চিঠি

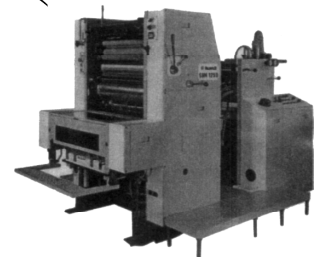


একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com



ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক